দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

JUL 27 2002

রোকেয়া হলেও শামসুন্নাহারের পুনরাবৃত্তি ঘটনোর হুমকি

□ আন্দোলন রুখতে ছাত্রদলের মারধর ও ভয়ভীতি

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ সরকার-দলীয় ছাত্রসংগঠন ছাত্রদল মারধর, হল থেকে বের করে দেয়া ও ভয়-ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলের ঘটনার প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের চলমান আন্দোলন স্তব্ধ করতে চাইছে। ছাত্রদল নেত্রীরা ইতোমধ্যে রোকেয়া হলে আরেকটি শামসুন্নাহার হলের কালো অধ্যায় ঘটানোর হুমকি দিয়েছে। আজকের মধ্যে ভিসি ও প্রক্টর পদত্যাগ না করলে শিক্ষার্থীরা কঠোর কর্মসূচি দেবে। আজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির জরুরি তলবি সভা আহ্বান করেছে। এদিকে শুক্রবার ছুটির দিন সত্ত্বেও ক্যাম্পাসে ও হলে হলে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিল অব্যাহত ছিল।

প্রতিবাদ মিছিলে যোগ দেয়ার কারণে এ এফ রাহমান হলের বর্ধিত শাহনেওয়াজ ভবন থেকে ছাত্রদল কর্মীরা বৃহস্পতিবার রাতে চারুকলা ইনস্টিটিউটের ২ ছাত্রকে বের করে দিয়েছে। এরা হচ্ছে, তপু ও সবুজ। বিভিন্ন হলে ছাত্রছাত্রীদের ওপর ছাত্রদল ক্যাডারদের হুমকির খবর পাওয়া গেছে। রোকেয়া হলের' ছাত্রদল নেত্রীরা সাধারণ ছাত্রীদের উদ্দেশে বলেছে, বেশি বাড়াবাড়ি করলে আরেকটি শামসুন্নাহার ট্র্যাজেডি ঘটানো হবে। আতঙ্কে তাই রোকেয়া হলের মেয়েরা যে দু'একজন আছে তারাও বাড়ি চলে যাচ্ছে। চারুকলার ছাত্রদের ক্যাডাররা ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শনীর জন্য কয়েক দফা হুমকি দিয়েছে। বৃহস্পতিবার প্রতিবাদ মিছিলে যোগ দিতে গেলে জিয়া হলের ছাত্রদের ছাত্রদল কর্মীরা বাধা দেয়। একই কারণে দুপুরে মধুর ক্যান্টিনে ছাত্রদল কর্মী শামীম জিয়া হলের রাশেদকে মারধর করে। ছাত্রদল সূত্রে জানা গেছে, ভিসি অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীকে স্বপদে টিকিয়ে রাখতে ছাত্রদল সবরকম সহযোগিতা করবে। বুধবার ক্যাম্পাসে ছাত্রদল শিক্ষার্থীদের মিছিলে হামলা চালিয়ে ভিসি ভবনে গিয়ে তার কাছে বলেছে, আজ আমরা না থাকলে আপনাকে কে রক্ষা করত? সামনে আন্দোলন স্তব্ধ করতেও ছাত্রদল একইভাবে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে বলে গোপন সূত্রে জানা গেছে। এ ব্যাপারে ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাকার সভাপতি মনির হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, এধরনের হুমকি-ধামকির খবর আমার কাছেও এসেছে। তবে এগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা। সামনে এধরনের ঘটনা ঘটে থাকলে দোষী নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে আমরা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করব। অন্য এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ভিসির সঙ্গে আমাদের এধরনের কোন কথা হয়নি। কেউ বলে থাকলে মিথ্যা বলেছে, সব বোগাস।

নির্যাতিত ছাত্রছাত্রীর ব্যানারে শিক্ষার্থীরা গতকাল দুপুরে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। এর আগে পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী তারা সকাল ৯টায় ভাষা ইনস্টিটিউটের সামনে জমায়েত হয়ে এখানে অনুষ্ঠিত ভর্তি পরীক্ষা বন্ধ করে দেয়। পরে পরীক্ষার্থীরা দলবেঁধে প্রতিবাদ মিছিলে যোগ দেয়। মিছিলটি টিএসসি হয়ে এনেক্স ভবনে গিয়ে অনুষ্ঠিত পরিসংখ্যানের মৌকিক পরীক্ষা বন্ধের দাবি জানায়। পরে চেয়ারম্যান তাদের দাবি মেনে. পরীক্ষা স্থগিত করেন। শহীদ মিনার হয়ে মিছিলটি কলাভবনে ফিরে আসে। এসময় তারা ইতিহাস বিভাগের মৌখিক পরীক্ষা বন্ধের দাবি জানালেও তা স্থগিত করা হয়। মিছিলটি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সমবেত হয়। সমাবেশে বক্তারা বলেন, যারা আমাদের হুমকি ও ভয়-ভীতি প্রদর্শন করছে তাদের কালো তালিকাভুক্ত করে ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হবে। তারা একই সঙ্গে আন্দোলন কর্মকাণ্ডে সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর উস্কানি সম্পর্কে সকলকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান, বিকেলে শিক্ষার্থীরা তাদের ৬ দফা দাবি সমর্থনে টিএসসি সড়কদ্বীপ থেকে পুনরায় একটি মিছিল বের করে। মিছিলটি বঙ্গবন্ধু, জিয়া, জসীমউদ্দীন, সূর্য সেন, মুহসীন, এ এফ রাহমান হয়ে টিএসসিতে ফিরে আসে।

শিক্ষক সমিতির তলবিসভা

বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান অবস্থায় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শরীফুল্লাহ ভুঁইয়া আজ বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে এক জরুরি তলবিসভা আহ্বান করেছেন। এ সভায় শিক্ষকদের পক্ষ থেকে নতুন কর্মসূচি দেয়া হবে। ইতোমধ্যে শিক্ষকরা ছাত্রদের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছে। কি ধরনের কর্মসূচি দেয়া হবে তা জানা

হুমকি ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৩

হুমকি ঃ পুনরাবৃত্তি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

যায়নি। তবে কালো ব্যাজ ধারণসহ বিভিন্ন প্রতীকী কর্মসূচি দেয়া হতে পারে।

শামসুন্নাহার হলের ঘটনার প্রতিবাদে মহিলা পরিষদের সাংবাদিক সম্মেলন

সংগঠনের পক্ষ থেকে মধ্যরাতে পুলিশের বর্বর হামলার নিন্দা জানানো হয়। প্রেসক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ জানান, আজ শহীদ মিনারে প্রতিবাদ সমাবেশ করা হবে। সংবাদ সম্মেলনে এ সময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভানেত্রী হেনা দাস, সাধারণ সম্পাদিকা আয়শা খানম, সেলিনা খালেক, খালেদা মাহবুব, মালেকা বানু।

বর্তমান ভিসির দ্বারা গঠিত তদন্ত কমিটিকে প্রত্যাখ্যান করেছে শিক্ষার্থীরা

ভিসি অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীর মাধ্যমে গঠিত তদন্ত কমিটিকে প্রত্যাখ্যান করেছে ছাত্রছাত্রীরা। তারা বলেছে, দালাল ভিসি পদত্যাগ না করা পর্যন্ত তারা এ প্রশাসনের কোন সিদ্ধান্ত আমরা মানি না। তারা আরও বলেন, তদন্ত কমিটির প্রধান উপ-উপাচার্য রিপোর্ট দেয়ার আগেই ড. সুলতানা শফিকে দায়ী করে মন্তব্য করেছেন। সুতরাং এর দ্বারা নিরপেক্ষ তদন্ত সম্ভব নয়। যে প্রক্টর পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে ছাত্রীদের ওপর হামলা চালিয়েছে সেই প্রক্টর কিভাবে সুষ্ঠু তদন্ত করবেন? গতকাল তদন্ত কমিটি ভিসি ভবনে প্রথম বৈঠকে বসে।

ভিসি কি সারাদিনই মিটিং করছেন?

বর্তমান ভিসি অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীকে বিকেল ৫টা থেকে রাত ৮টা ... ফোনে চাওয়া হয়েছে, তখনই